OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 99 - 104
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মানবতা ও মানবতার অবক্ষয় : প্রেক্ষিত রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প

বিজয় বসাক
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: bijoybasak1992@gmail.com
0009-0005-9729-8409

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Humanity, Value, Degradation of humanity, First world war, Renaissance, Ramapada Chowdhury, Unity.

Abstract

Humanity, as a moral and emotional ideal, is not an inherent quality in every individual but a cultivated consciousness that emerges through empathy, compassion, and ethical awareness. The present study explores the theme of humanity and its gradual degeneration in the short stories of Ramapada Chowdhury, a prominent post-World War II Bengali writer. His works reflect the socio-economic and moral crises of contemporary society, particularly focusing on the erosion of human values amid war, poverty, class division, and self-interest.

Chowdhury's stories vividly portray how extreme conditions such as war, famine, and displacement distort human behavior, often reducing individuals to mere instruments of survival and profit. In stories like 'Chandrabhasma', the commodification of human suffering is exposed through the horrifying practice of exploiting beggars for financial gain, symbolizing the peak of moral degradation. Similarly, 'Raktabeej' illustrates the devastating impact of war on a once-stable middle-class family, where violence and brutality overshadow humanity, revealing how fragile moral values become in times of crisis.

At the same time, the author juxtaposes this degeneration with instances of genuine humanity found among marginalized individuals. In 'Imli', while the so-called civilized society exploits and humiliates a poor woman, a humble vendor exhibits true respect and compassion, suggesting that humanity often survives outside the boundaries of social status. This contrast highlights Chowdhury's critique of middle-class hypocrisy and moral inconsistency.

Furthermore, the stories emphasize that self-interest and material greed are primary causes behind the decline of humanity. Characters frequently abandon ethical responsibilities once their needs are fulfilled, exposing a deep-rooted selfishness within society. However, despite this bleak portrayal, Chowdhury does not entirely dismiss the existence of humanity; rather, he underscores its persistence in small, often overlooked acts of kindness.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

মানুষ সবার ঘরে জন্মালেও মানবতা জন্মায় না। মানুষ যখন নিজের উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তি সীমাকে অতিক্রম করে বৃহৎ মানুষ হয়ে ওঠে তখনই সে হয়ে ওঠে মানবিক। ভালো-মন্দের বিচার বোধ থেকে জন্ম নেয় মানবতা। আসলে মানবতা একটি আদর্শ যার দ্বারা একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, সমবেদনার নামই মানবতা। মানবতা কোন আপেক্ষিক বিষয় নয়, তা মানুষের আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়। তাইতো প্লাটফর্মের ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাওয়া এক শিশুকে দেখে বা শীতের রাতে জীর্ণ-বস্ত্রে ভিক্ষা করতে দেখা কোনো শিশুর প্রতি একজন মানুষের মধ্যে করুণার সঞ্চার হলেও অন্য একজনের নাও হতে পারে। আবার মানুষকে দেখিয়ে বা বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে ওঠার তাগিদে যদি কেউ অসহায় মানুষকে সহায়তা করে তবে তার মধ্যে অহংবোধের জন্ম নেয় তখন সেটা আপেক্ষিকভাবে মানবসেবা হলেও কখনোই মানবতা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।"[১]

তাই বলা যেতে পারে যে এই সত্য উপলব্ধি করা মানুষই মানবতার অধিকারী।

মানুষ থেকে যেমন মানবতার সৃষ্টি আবার এই মানবতার অবক্ষয় মানুষের হাতেই। বর্তমান সমাজে আত্মমগ্ন মানুষ মানবতার বুলি আউড়ে বিভিন্ন মানবসেবা কেন্দ্রিক সংগঠন তৈরি করে, কিন্তু তারা সর্বদাই নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করায় মগ্ন থাকে। আর এর ফলেই মূল্যবোধ, নৈতিক অবক্ষয়ের মতো মানবতার অবক্ষয়ও আমরা সহজেই দেখতে পাই। যুদ্ধ মানবতাবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানবতা রক্ষার দায়িত্বটি মানুষের উপরেই বর্তায়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষই একমাত্র পারে অন্যের ব্যথায় সমব্যথী হয়ে তার পাশে থাকতে। তাই মানুষের কর্তব্য মানবতার অধিকারী হয়ে আত্মমগ্ন জন্তুদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বজায় রাখা।

মানব জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত প্রত্যেক সাহিত্যেই মানবতার কথা ফুটে ওঠে, বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মকথা, পুরাণকথার পাশাপাশি মানব কথারও পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশ মানুষের মূল্যবোধ ও চিন্তাচেতনার পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যে দেবদেবী গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলো মূলত পুজো প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও সেখানে মানুষের মধ্যে দিয়েই পুজো প্রচার করা হয়েছে। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু, ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেবমহিমা-কীর্তন অপেক্ষা মানব জীবন বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবতারা যেন বাংলাদেশের নরনারীর মতো আচরণ করে - এখানে মানবতারই জয়গান করা হয়েছে।

উনিশ শতক থেকে মানুষই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মতো ছোটগল্পেও মানবতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেক গল্পকারের গল্পে মানুষ ও মানবতার বিষয় প্রকটিত হয়েছে। যুদ্ধ মানবতা বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে। তাই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গল্প লেখকদের গল্পে যেমন মানবতা আছে তেমনি মানবতার অবক্ষয়টিকেও তাঁরা তুলে ধরেছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এমনই এক গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর গল্পে মানবতা ও মানবতার অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা করা হল।

রমাপদ চৌধুরী এমন একজন লেখক যিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে দেখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদের গন্ধ তখনও পেয়েছেন, যুদ্ধ পরবর্তী ভারতবর্ষে নানান ঘটনার উত্থান ও পতন দেখেছেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘ সময় যেমন কলমে বিচরণ করেছেন তেমনি পায়ে হেঁটে গ্রাম মাঠ-ঘাট বনভূমি একাকী রেলস্টেশন এইসব জায়গায় বিচরণ করে কাহিনী কুড়িয়ে এনেছেন সাহিত্য রচনার জন্য। তাঁর রচনায় যেমন কলকাতা মহানগর ও শহরতলী অঞ্চল জায়গা করে নিয়েছে তেমনি গ্রামবাংলা ও ছোটনাগপুর অধুনা ঝাড়খন্ড রাজ্যের নানা অঞ্চল বিহার প্রদেশ সাবলীলভাবে উঠে এসেছে। আত্মপ্রচার বিমুখ রমাপদ চৌধুরী রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নিজেকে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষের হাতে মানবিকতার যে লাঞ্ছনা সেটাই তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চল্লিশের দশকের যুদ্ধ ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত সমাজ জীবনে নৈতিক বোধের যে অবনমন, মানবতার অবক্ষয়, বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রমাপদ চৌধুরী দেখেছেন, যা পরবর্তীতে তার সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটে, ট্রামে বাসে, রেল স্টেশনে যে ভিখারিদের দেখা যায় তাদের নিয়ে রমাপদ চৌধুরী 'চন্দ্রভস্ম' গল্প লেখেন। এই গল্প প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –

> "ভিখিরি তৈরি করার ব্যবসাটি সম্পর্কে জানতে পারি পুরীতে, গল্পে তা ঘটিয়েছি কলকাতায় অর্থাৎ ব্যবসার স্বার্থে মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়াতেও বিবেকে আঘাত দেয় না।"[২]

মানুষ মানুষকে পণ্য স্বরূপ ব্যবসার কাজে লাগাচ্ছে - মানবতার চরম অবক্ষয়ের চিত্র গল্পটিতে উঠে এসেছে। নৈরাজ্যময় পরিবেশে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী, মানবতা শূন্য মানুষ যেকোনো উপায়ে নিজেদের সম্পদ বাড়াতে সচেষ্ট। আলোচ্য গল্পে অর্থলিপ্সু মানবতাহীন মূলচাঁদ মারোয়াড়ী বেছে নিয়েছে ভিখিরি বানানোর ব্যবসা। তার ব্যবসার পণ্য - অনেক অনেক মেয়ে মরদ, কচি ছেলে থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। ভিক্ষুকের দল সারাদিন ভিক্ষা করে যে অর্থ উপার্জন করবে তার সবটাই দিয়ে দিতে হবে মূলচাঁদকে। আর এর বিনিময়ে ভিক্ষুকের দল শুধুমাত্র পেটপুরে খেয়ে পশুর মতো আশ্রয়ে বেঁচে থাকে। কোন কোন ভিক্ষুক পয়সা সরায় বলে কাউকেই তেওয়ারি বিশ্বাস করে না। কেউ পয়সা নিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে সে নিজেই মেয়েদের কোমরের ঘুনসিতে হাত বোলায় বা কাপড় খুলেও সন্দেহ নিরসন করে।

ভিখারিদের এই অন্ধকার জীবনের মধ্যেও আছে প্রেম-ভালোবাসা, কামনার আগুন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু-পাঁচির মতো এই গল্পেও পঞ্চা আর মাংনা 'গরম' এর খোঁজে কাছাকাছি আসে। এভাবেই হয়তো কখনো কখনো কেউ গর্ভবতী হয়ে যায়, যেমন হয়েছে রাউতী। রাউতী আসন্নপ্রসবা একথা জেনে মূলচাঁদ তার কাছে প্রস্তাব পাঠায় - সে যদি রোজ এক টাকা করে জমা রাখতে পারে আর বাকি টাকা মূলচাঁদ দিয়ে রাউতীর সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে দেবে, চাকরি করবে, ভদ্রলোক হবে। ছেলেকে ভদ্রলোক করার জন্য রাউতী তার প্রস্তাবে রাজি হল এবং তাদের হাতে তুলে দিলো তার ছেলেকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের আশায়। রাউতীদের স্বপ্নপূরণের পরিবর্তে মূলচাঁদ নিজের স্বপ্ন পূরণে হতভাগ্য সেই সন্তানগুলোকে ভবিষ্যতের নতুন ভিখারি বানানোর বন্দোবস্ত করে—

> "ওরা মানুষ হচ্ছে। হাঁড়ির আকারের বড়ো বড়ো জালার ভেতরে বসে রয়েছে ওরা। হাঁড়ির কানাটা চেপে রয়েছে প্রত্যেকের কোমরে। কোমরের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটা বেড়ে উঠেছে ওদের নিয়মিত পানাহারে। শুধু কোমরের নিচের অংশটার নেই পরিবর্ধন। বারো বছর পর ওদের পা দু-খানা থাকবে বারো মাসের শিশুর। লিকলিকে। অবশ নিম্নাঙ্গের জন্য ওরা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবেনা। কিন্তু পথিকের করুণা উদ্রেক করতে পারবে। ...আর। মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর চামড়ার থলিটা জলভরা ভিস্তির মতো ফেঁপে ফুলে উঠবে।"[৩]

এভাবেই রমাপদ চৌধুরী তাঁর আলোচ্য গল্পে অমানবিক মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর মধ্যে দিয়ে মানবতার অবক্ষয় ও তার ফলস্বরূপ হতভাগ্য মানুষগুলির করুণ পরিণতির ছবি তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধ মানবতাবিরোধী পরিবেশ ও মনোভাবের জন্ম দেয়। ৪২-এর যুদ্ধ কিভাবে একটি মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করে তার গল্প 'রক্তবীজ'। নীলিমার বাবা মোটা মাইনের চাকরি করে। মা-বাবা, দাদা-বৌদি, ভাই, এক বিধবা দিদিও নীলিমাকে নিয়ে তাদের সুখী সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। এমন সময় যুদ্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ভারী করে তুলল কলকাতার বাতাস। আর এরই ফাঁকে দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্রব্যের গুদামজাত করার প্রবণতা অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জনের নেশায়। যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষ। ডাস্টবিনে নোংরা খাবারের জন্য কুকুরের মতো ক্ষুধার্ত মানুষের কামড়া-কামড়ি, সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে ছেলে-বুড়ো মেয়েদের 'ফ্যান দে মা' বলে চিৎকার কান পাতলেই শোনা যেত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নীলিমার উদারচেতা শিক্ষিত দাদা সুধাকান্তের সঙ্গে যুদ্ধরত দুই মার্কিন সৈনিকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তাদের পরিবারের সাথেও ওই দুই সৈনিকের সঙ্গে নিকট আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ক্রমে তারা অবাধে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলো। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যখন সেই দুই সৈনিকের নেতৃত্বে সুধাকান্তের বাড়িতে নিস্তব্ধ রাতে চলে হামলা ও পাশবিক অত্যাচার, তখন মানবতা যেন মুখ লুকিয়ে থাকে অন্ধকারে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে নিহত হন সুধাকান্তের পিতা। গণধর্ষণ চলে সুধাকান্তের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, নীলিমা ও তার বিধবা দিদির উপর। গল্পশেষে দেখা যায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে মানবতা বিসর্জন দিয়ে ন্যায়-অন্যায়বোধ বিচার না করে অপরাধ করতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। নীলিমা একটি চিঠি পায় যা সুধাকান্তের সেই দুই অসুর বন্ধুর কোন একজন অপরাধ স্বীকার করে লিখেছে—

> "...মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হলে মানুষ কতখানি অমানুষ হয়ে যায়। আমাকে তোমরা হয়তো শয়তান ভাবো, কিন্তু আসল শয়তান এই যুদ্ধ। নিজেদের মনুষ্যত্ব আমরা এই ডেভিলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, তাই আমরাও এক একটি ক্ষুদে শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে। ...তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। ...কিন্তু যুদ্ধকে কোনও দিন ক্ষমা কোরো না ভাই।"[৪]

দেশভাগের সময় শিয়ালদহ স্টেশনের যে দৃশ্য রমাপদ চৌধুরী দেখেছিলেন সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে তাঁর 'ইমলী' গল্পে। যন্ত্র সভ্যতার বিস্তারের ফলে কৃষিকাজ হারিয়ে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে শহরে বিক্রি করতে আসে বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা। তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে এরা ময়লা মানুষ। খোলা আকাশের নিচে রাস্তার ফুটপাত এদের বাসস্থান। মানবতাশূন্য ভদ্র নাগরিক সমাজ এদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখালেও এই সমস্ত রক্ত-মাংসের নারী শরীর ভোগ করতে পিছু হটে না এদের অনেকেই। অপরদিকে রাস্তায় ফেরি করা বাসনওয়ালার সাথে মধু বিক্রেতা ইমলীর প্রণয় হয়, এমনকি ফালসার ভারা ঘরে ইমলী রাত কাটালেও ফালসা তাকে স্পর্শও করে না। এখানে মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজ যেখানে মানবতা বিসর্জন দিয়ে ইমলীকে ভোগ করতে চেয়েছে সেখানে ফালসার মতো দরিদ্র বাসনওয়ালা যথার্থ মানবতার অধিকারী হয়েই তাকে সম্মান করেছে।

আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অভাব ও ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়েই একসময় সাহেবদের কাছে সস্তায় শরীর বিক্রি করতে হয়েছে ইমলীকে। যখন রূপ-সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে ভিক্ষাবৃত্তি করতেও পিছুপা হয় না নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই অমানবিক সমাজে। উদ্বাস্তুদের লাইনে খাবারের জন্য দাঁড়ালে ইমলীকে খাবারের বদলে মার খেতে হয় কারণ সে উদ্বাস্তু নয়। ক্ষুধারও যে শ্রেণীবিন্যাস হয় রমাপদ চৌধুরী গল্পটিতে তা প্রকট ভাবে তুলে ধরেছেন। অমানবিকভাবে ইমলীকে বলে ওঠে—

> "জোচ্চুরি করে খাবার মারতে এসেছে। রিফিউজিরা খেতে পাচ্ছে না, শালী নেমন্তন্ন বাড়ি ভেবে ছুটে এসেছে। - মেরে ভাগিয়ে দে মাগীকে।"[৫]

আলোচ্য গল্পে রমাপদ চৌধুরী যেমন মধ্যবিত্ত সমাজের মানবতার অবক্ষয়কে দেখিয়েছেন পাশাপাশি দরিদ্র বাসনওয়ালা ফালসা চরিত্রের মাধ্যমে মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত মানুষেরা উপকার পাওয়ার পর উপকারীকে ভুলে যেতে চায়। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন রমাপদ চৌধুরীর 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পটি। সমুদ্রে স্নান করতে নেমে স্বামী ভেসে যাচ্ছে বলে স্ত্রী হাতের বালা খুলে দিয়ে নুলিয়ার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তার স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু নুলিয়া বালা ফেরত দিয়েই জলে ঝাঁপিয়ে তার স্বামীকে বাঁচায়। অথচ সেই যুবতী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার পর ঘড়ির কাটার সাথে সাথে নিজের সিদ্ধান্ত বদলায় বালা থেকে চুরি, আংটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে যাবার দিনে কেবল এক টাকা মাত্র নুলিয়াকে বকশিশ দিয়ে তৃপ্তির আত্মসান্ত্বনা খোঁজে। কোনো প্রতিদান না চাওয়া বিনীত মানুষকে বাঁচানোর কাজের ঐ নুলিয়াই যেন প্রকৃত মানবতার অধিকারী। আর অন্যদিকে স্বামীকে প্রাণে বাঁচানো নুলিয়াকে উপহার দিতে চেয়েও শেষে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষেরা সহজেই বলতে পারে কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ আর এর জন্য সরকারের কাছে অনুদান পায়।

কয়লা খনির শ্রমিকদের দুঃসহ যন্ত্রণা ও ভালবাসার কাহিনি নিয়ে রমাপদ চৌধুরী লেখেন 'বিবিকরজ' গল্পটি। রেজার কাজ করতে আসা কামিন মায়েদের শিশু সন্তানকে রাখার ব্যবস্থা এই বিবিকরজ। এই বিবিকরজে বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দেয় অনুপমা। সুন্দরী যুবতী অনুপমা সাহেবদের নজরে পড়ে এবং অবৈধ ইচ্ছে পূরণে তারা প্রস্তাব দেয়। কিন্তু অনুপমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সাহেবদের অমানবিক রূপ আমরা দেখতে পাই। তারা অনুপমাকে কাজ থেকে বহিষ্কার করে দেয় এমনকি অনুপমার ছোট সন্তানকে হত্যা করতেও দু-বার ভাবে না। এই গল্পে মধ্যবিত্তের অসহায়তা ও উচ্চবিত্তের মানবতার চরম অবক্ষয় রমাপদ চৌধুরী তুলে ধরেছেন।

'তমোগাহন' গল্পের শ্যামসুন্দর ওরফে কালা ঘটকের গায়ের রং যেমন ছিল কালো তেমনই তার চেহারা ছিল কুৎসিত। কিন্তু বিবাহের কাজ তাকে ছাড়া যেন সম্পন্ন হয় না। তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের পরিবারে কোনো বিয়ের জন্য পাত্র পাত্রী সন্ধানের সময় কালা ঘটকের তলপ পড়লেও বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে তারা যেন সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। অর্থাৎ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে যেন তাকে আর সেই সমাজ চেনে না। কোন এক তুমুল বৃষ্টির দিনে শ্যামসুন্দর নিজের অজ্ঞাতে সুসজ্জিত এক মহিলার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে বিনিময়ে তার উপর চলে মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের অমানবিক প্রহার। কিন্তু রক্তমাখা শ্যামসুন্দরকে রাঙি ও তার বাবা বিহারীবাবুর সুস্থ করে তোলার মাধ্যমে রমাপদ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে মানবতা আজও বেঁচে আছে। মনুষ্য সমাজে মানবতা ছাড়া বেঁচে থাকা দুস্কর। রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'সতী ঠাকরুনের চিতা', 'ঝুমরা বিবির মেলা' প্রভৃতি গল্পগুলিতেও মানবতা ও মানবতার অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

সাহিত্য যেহেতু মানব সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত তাই মানবতা যে কোন সাহিত্যিকের রচনাতেই বিদ্যমান। রমাপদ চৌধুরীর সমসাময়িক অনেক গল্পকারেরা তাঁদের গল্পে মানবতার কথা বলেছেন। তাঁদের সাথে রমাপদ চৌধুরীর কিছু মিল থাকলেও অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। রমাপদ চৌধুরী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর ছোটগল্প রচনার প্রেরণায় ছিলেন সুবোধ ঘোষ। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'-এর মত গল্প রমাপদ চৌধুরীর গল্পসমগ্রে পাওয়া না গেলেও অভাগী নারীর অমানবিক লাঞ্ছনা তাঁর 'চন্দ্রভস্ম' গল্পের রাউতী, 'ইমলী' গল্পের ইমলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে লেখা সমসাময়িক লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর রচনায় নির্বিকারভাবে এঁকেছেন এপিক চিত্র। সেদিক থেকে রমাপদ চৌধুরী তাঁর গল্পে মানবতার অবক্ষয় থেকে উত্তরণের চেষ্টায় ভদ্রতার আড়ালে মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচনে বেশি তৎপর হয়েছেন। রমাপদ চৌধুরীর প্রায় সমসাময়িক লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী বামপন্থী মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর রচনায় শ্রেণী শোষণের রূপটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে। রমাপদ চৌধুরী নিম্নবর্গীয় জীবন নিয়ে গল্প রচনা করলেও মূলত মধ্যবিত্ত জীবন ছিল তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট। তাই মহাশ্বেতা দেবী যেভাবে সাম্যবাদী ধারণায় মানবতা ও মানবতার অবক্ষয় এবং তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা করেন রমাপদ চৌধুরী সেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের গিরগিটির মতো রং বদলানোর স্বভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এখানেই রমাপদ চৌধুরী অন্যান্য লেখকদের তুলনায় আলাদা।

মানবতা শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যে খুঁজলে চলবে না। আমাদের দৈনন্দিন সমাজ জীবনে এই মানবতার সন্ধান ও অর্জন করা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে ইন্টারনেট, মোবাইল যেমন আমাদের জীবনের নানান সমস্যার সহজ সমাধান করে তেমনি আবার তা মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়। তাই সহজেই দেখা যায় হোটেলে আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড এ ফোন করার পরিবর্তে ছবি তোলা নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকে। মানবতার এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সকলের প্রয়োজন একে অপরের বিপদে পাশে থাকা ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকা। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় তাই বলতে পারি - 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 99 - 104
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র প্রবন্ধসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ০৯, পৃ. ৮৪৬
২. চৌধুরী, রমাপদ, গল্প সমগ্র, প্রসঙ্গকথা, অষ্টম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ৮৭৩
৩. চৌধুরী, রমাপদ, গল্প সমগ্র, অষ্টম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ৪৪
৪. তদেব, পৃ. ২১৪
৫. তদেব, পৃ. ২৬৮